ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৫৭৯
শান্তিরবাজার, ১২ মার্চ,২০২৬

## বর্তমান রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজন ও কন্যা সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল : সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজন ও কন্যা সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। দিব্যাঙ্গজন ও কন্যা সন্তানরা যাতে সমাজের বোঝা না হন সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জনসচেতনতার পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। আজ বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লক প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতাধীন সুবিধাভোগীদের সমাবেশে উদ্বোধকের ভাষণে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি সরকারি বিভিন্ন স্কিমে সুবিধাপ্রাপ্ত ৯২৫ জন সুবিধাভোগীর হাতে ৫ হাজার ৫১টি সামগ্রী তুলে দেন। বিশেষত দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে চলন সামগ্রী, গ্রামীণ লোক শিল্পীদের হাতে বাদ্যযন্ত্র, খেলোয়াড়দের মধ্যে বিভিন্ন খেলাধুলার সরঞ্জাম, সামাজিক সহায়তা প্রাপ্তদের মধ্যে আর্থিক অনুদান, জনজাতিদের মধ্যে সুতা বিলি, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬টি সিনটেক্স পানীয়জলের ট্যাঙ্ক তুলে দেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী। এছাড়াও তিনি পোল্ট্রি পালন, শূকর পালন, ছাগল পালন ইত্যাদি স্কিমের সুবিধাভোগীদের মধ্যে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করেন। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক স্কিমে আজ মোট ১ কোটি ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৭০ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধকের ভাষণে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, দিব্যাঙ্গজনরা যাতে সহজেই তাদের দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট পেতে পারেন সেজন্য রাজ্যের ৮টি জেলাতেই ডি.ডি.আর.সি. খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, সকলে মিলেই বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগ নিতে হবে। এবছর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানসিক দিব্যাঙ্গদের মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতা প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে প্রায় ৩ হাজার দিব্যাঙ্গকে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ৬০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ যারা রয়েছেন তাদের আগরতলা বিবেকানন্দ ময়দানে শিবির করে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনরা যাতে সমাজে সম্মান ও স্বাভিমানের সাথে বাঁচতে পারেন সেজন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নানা চলন সামগ্রী সরকার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে খেলাধুলার উন্নয়নে রাজ্য সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ১২টা সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, ২টি অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক, ১টি হকি খেলার মাঠ, ১টি আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল সহ নানা ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায়ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।

২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মহ. হাফিজ উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও নরুজ্জামান ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান সুমন উচই, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল পাল এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আজ উত্তর সাড়াসীমায় একটি জিম ও যোগা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই জিম ও যোগা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

*****